দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 DEC 2006
পৃষ্ঠা 18 কলাম 2
৫৯

এক বছরে জবিতে কোন সমস্যা সমাধান হয়নি, বেড়েছে আরও

মহিউদ্দিন আহমেদ ॥ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও শিক্ষার্থীদের
সমস্যা দূর করতে পারেনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বরং নতুন নতুন সমস্যা
পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীরা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। পুরনো ঢাকার
স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হল রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল দখলে (বাণী ভবন) বাকি
হল বেদখলে রয়েছে। এসব হল উদ্ধার বা সংস্কারের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিন্দু পরিমাণ
করেনি। হল না থাকায় পরিবহনের প্রয়োজন তীব্র আকার ধারণ করেছে। ২০০৪-২
শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী প্রতি ৪শ' টাকা করে নিয়েছে পরিবহন সঙ্কট নিরসনের কথা বলে।
দীর্ঘ এক বছরে একটি গাড়ি পর্যন্ত দিতে পারেনি। অথচ পরিবহন কমিটি রিপোর্ট দি
হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিনটি গাড়ি রয়েছে তা যথেষ্ট
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩শ' শি
রয়েছেন। শিক্ষক সঙ্কটের জন্য সিলেবাস শেষ হওয়ার আগে বছর শেষ হয়ে যায়। তবুও
এক বছরে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়নি। যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেরই বিশ্ববিদ
শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই। এত অল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চা
হলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে না বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করছেন। এ
অবকাঠামোগত সমস্যা আরও প্রকট। ক্লাসরুম সঙ্কটের কারণে বাংলা, বিভাগে সেমিনার
ক্লাস নেয়া হয়। অনেক সময় এতেও জায়গা হয় না। তাই শিক্ষার্থীদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে
করতে হয়। ইতিহাস বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার কক্ষও নেই। বিশ্ববিদ্যা
স্যানিটেশন সমস্যা রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। ১৮টি বিভাগের বেশির ভাগ বিভাগে শিক্ষার্থী
জন্য বাথরুম নেই। কিছু বিভাগে বাথরুম থাকলেও দরজা জানালা নেই। ছাত্রীদের জন্য
কমন রুম নেই। যে জন্য তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা পোহাতে হয়। বাণিজ্য অনুষ
ছাত্রীদের জন্য কিছুদিন আগে লিখিত আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। কর্তৃপ
উদাসিনতায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ইংরেজী বিভাগের ছাত্র
বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা বিশ্ববিদ্যালয়মানের মাত্র একটি গঠনতন্ত্র পেয়েছি আর কিছু পাই
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করে বিএ
সরকার রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে। কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোন কাজ করেনি
বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, অবকাঠামো
সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের
সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষা চালু করেছি।